দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

নিয়ম ভেঙে জনবল বাড়াচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

■ নিজামুল হক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বহির্ভূত খাতের চেয়ে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নীতিমালা মেনে জনবল নিয়োগ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকার বিষয়ে দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে সুপারিশ করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কিন্তু এসব সুপারিশের কোনোটিই আমলে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু বছর ঘুরে প্রতিবার ওই একই সুপারিশ করা হয়।

সম্প্রতি ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেয়া হয়। সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নীতিমালা না মানার কিছু নমুনাও তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে শতাংশ হিসাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। তাতে মোট ব্যয়ের ৭২ ভাগ গেছে বেতন-ভাতাদি ও পেনশন খাতে, ১৬ ভাগ সাধারণ আনুষঙ্গিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে এবং ১২ ভাগ শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে।

> নিজস্ব নমনীয় নীতিমালার মাধ্যমে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি, আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়। এর ফলে ব্যয় বাড়ছে বেতন ভাতাদি ও পেনশন খাতে : ইউজিসি

ইউজিসি জানিয়েছে, বেতন-ভাতাদি খাতে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে— কমিশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয় তার বিপরীতে বাজেট বহির্ভূতভাবে জনবল নিয়োগ। এছাড়া পদোন্নতি/আপগ্রেডেশনের জন্য কমিশন থেকে যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব নমনীয় নীতিমালার মাধ্যমে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি/আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করে থাকে।

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট ৩৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৩০ কোটিরও বেশি ব্যয় করছে বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে। সাধারণ অনুষঙ্গিকে ব্যয় করছে ৪ কোটি ৩০ লাখ। মাত্র ২ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় করছে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট ৩৫৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেতন-ভাতায় ২২৬ কোটি, পেনশন খাতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট ২০৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৪৭ কোটি ৬৫ লাখ বেতন-ভাতায় এবং ২৮ কোটি পেনশন খাতে ব্যয় হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা মোট বাজেটের মধ্যে ৯৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বেতন-ভাতায় এবং ৩৬ কোটি টাকা পেনশন খাতে ব্যয় হচ্ছে। কম পরিমাণই ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। এ চিত্র প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

ইউজিসি তাদের প্রতিবেদনে আরো বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নমনীয় নীতিমালার মাধ্যমে আপগ্রেডেশন এবং সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ফলে অবসর ভাতা, প্রাপ্য ছুটি নগদীকরণ ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

নিয়ম ভেঙে জনবল

২০ পৃষ্ঠার পর

আনুতোষিক পরিশোধ বাবদ বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সরকার কর্তৃক পেনশন সহজীকরণের ফলে বেতন-ভাতা বাবদ বরাদ্দ ও অবসরভাতা তহবিলের উপর বর্ধিত চাপ পড়ছে। দেশের পুরাতন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পেনশন গ্রহণের হার বৃদ্ধি, ১০০ ভাগ পেনশন সমর্পণ এবং কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের পেনশন গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করার ফলে পেনশন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইউজিসি বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যুৎ খাতে খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ হিসাবে অর্থবছরে এ খাতে প্রকৃত খরচ হয়েছে ৫০ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। এখাতে ব্যয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবাসিক শিক্ষক/কর্মকর্তাদের নিকট থেকে পিডিবি'র নির্ধারিত রেটের চেয়ে কমরেটে (ভর্তুকি প্রদান করে) বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে। এই ভর্তুকি প্রদানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এ খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

পরিবহন খাতে অব্যবস্থাপনা চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ইউজিসি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহনের ব্যবস্থা আছে। এ খাতে খরচের পরিমাণ প্রতি বছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতে প্রকৃত খরচের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এখাতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ খুবই সামান্য। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা না থাকাতে সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।